তারিখ 19 SEP 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষা পণ্য নয় বিনিয়োগ

বাহালুল মজনুন চুন্নু

শিক্ষা কি পণ্য? এ প্রশ্ন দেশে দেশে, কালে কালে হয়ে আসছে। জবাব একটাই। শিক্ষা পণ্য নয়। শিক্ষা বিনিয়োগ, শিক্ষা মৌলিক অধিকার। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণার ছাব্বিশ নম্বর অনুচ্ছেদে শিক্ষাকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আবার বিশ্বের প্রায় সকল দেশের সংবিধানেই শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশিত আমাদের মহান সংবিধানের সতেরো নম্বর অনুচ্ছেদেও শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞানের আলোয় প্রজ্বলিত করে, মানব আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটায়। শিক্ষার আবেদন মানবিক এবং পার্থিব। শিক্ষা মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায় আবার দক্ষ মানব সম্পদেও পরিণত করে। শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত না হলে নাগরিকদের মাঝে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনার স্ফূরণ ঘটে না। শিক্ষা নাগরিকদের বাস্তববাদী, যুক্তিবাদী এবং অধিকার ও কর্তব্য সচেতন হিসেবে গড়ে তোলে। একটি জাতির উন্নতির মূলে রয়েছে সামষ্টিক শিক্ষার বিকাশ।

এজন্য শিক্ষাকে রাষ্ট্র কর্তৃক উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ হিসেবে দেখেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই বিষয়ে সত্তরের নির্বাচনী ভাষণে জাতির পিতা যে বক্তব্য দেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না।' শিক্ষা যে সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ এই বিষয়টিকে তথ্য প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপন করেছেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ থিয়োডর শুলজ। তিনি দেখিয়েছেন সরকারিভাবে যে কোনো সেক্টরে বিনিয়োগের চেয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগে দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে বেশি মুনাফা অর্জিত হয়। শিক্ষায় 'রেট অফ রিটার্ন' এর বিষয়টি নিয়ে তিনি ১৯৬১ সালে তথ্য প্রমাণ হাজির করে বিশ্বের প্রতিটি সরকারকে আহ্বান করেছিলেন, তারা যেন তাদের নাগরিকের শিক্ষার পেছনে আরো বেশি করে অর্থ বিনিয়োগ করে। কিন্তু তাঁর আহ্বানকেই যেন বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে তার পরের বছরেই তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকার শরীফ কমিশন কর্তৃক শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর এর প্রতিবাদে রাজপথ কাঁপিয়ে প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল এই বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষ। রক্তে রঞ্জিত রাজপথের ওপর দিয়ে প্রতিবাদী জনতার লাশ মাড়িয়ে স্বৈরাচারী সরকার তাদের বাণিজ্যিক শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন করার দু: সাহস দেখাতে পারেনি সেদিন। এটা ছিল বাঙালির বিজয়, প্রতিবাদী চেতনার বিজয়। বাঙালির মননে উপ্ত স্বপ্নের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিজয় জুগিয়েছিল অনুপ্রেরণা, শাণিত করেছিল জাতীয়তাবোধের চেতনা।

বাংলার সংগ্রামী মানুষের আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী শরীফ কমিশন স্থগিত করলেও নতুন মোড়কে বার বার তাদের সেই শিক্ষা সংকোচন নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেকবারই জেগে ওঠা বাঙালি প্রতিবাদমুখর হয়ে সেই চেষ্টাকে বিফল করে দিয়েছে। চৌষট্টি সালে বিচারপতি হামিদুর রহমানের নেতৃত্বে আরেকটি কমিশন গঠন করে। সেই কমিশন প্রবল ছাত্র আন্দোলনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এরপর উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুবের পতনের পর ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসে এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে সেই আগের নীতিগুলোই বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। সেই সময়কার জামায়াতে ইসলামি ও তাদের ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামি ছাত্র সংঘ (বর্তমান ইসলামী ছাত্র শিবির) ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের শিক্ষানীতির পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল কিন্তু প্রতিবাদী ছাত্রসমাজ ও জনতার কারণে। ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন বলেছিলেন, 'ছোট ছোট জিনিসের সমন্বয়ে তৈরি হয় বড় জিনিস।

দেশ স্বাধীন হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার উন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ছত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। সরকারি কোষাগারে তেমন কোনো অর্থ না থাকলেও এই জাতীয়করণের পদক্ষেপটি ছিল সত্যিই দুঃসাহসিক, এবং এই দু: সাহস কেবল বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই দেখানো সম্ভব ছিল। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি আমলের শিক্ষা কমিশনগুলোর সংকোচন নীতি থেকে বেরিয়ে এসে গণমুখী শিক্ষা কমিশন গঠন করেন ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে। সেই কমিশন স্বাধীন দেশের উপযোগী আধুনিক ও গণমুখী এবং বাস্তবায়নযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পঁচাত্তরের পনের আগস্টের কালোরাতের পর অন্য সবকিছুর মতোই শিক্ষা ব্যবস্থাও উল্টোরথে যাত্রা শুরু করে। জাতি নিমজ্জিত হয় অন্ধকারের অতল গহ্বরে। '৭৫-র পরবর্তী প্রতিটি সরকার 'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতির বাস্তবায়ন করে শরীফ কমিশন, হামিদুর রহমান ও নূর কমিশনকেই যেন বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালিয়েছে।

এরপর দীর্ঘ একুশ বছর শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চেষ্টা করেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। ভঙ্গুর শিক্ষাকাঠামোকে নানা প্রতিকূলতা ও দেশি এবং বিদেশি ষড়যন্ত্রের মধ্যে মাত্র পাঁচ বছরে দাঁড় করানো সম্ভব ছিল না। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু যেমন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিলেন, সেরকম একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নে ব্যাপৃত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আমাদের শিক্ষার অধিকার এবং গণমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক যুগোপযোগী, প্রগতিশীল শিক্ষানীতি উপহার দেন জাতিকে। এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে পুরোদমে। প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। দেশে আজ নিরক্ষর নেই বললেই চলে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার শূন্যের কোঠায়। আধুনিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হচ্ছে। আর এসবই সম্ভব হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে। হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করে, শিক্ষা দিবসের মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করে জননেত্রী শেখ হাসিনা জ্ঞানের আলোয় দেশকে প্রজ্বলিত করতে, এদেশের ঘরে ঘরে আলোকিত মানুষ গড়তে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশকে নিয়ে যাচ্ছেন সমৃদ্ধির সোপানে।

● লেখক: সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ